২য় পাঠ

# ঈশ্বরঃ তাঁর নৈতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং কার্যাবলী

কোন একজন খ্রীষ্টিয়ানের জীবনে মহা দুঃখদায়ক ঘটনা ঘটেছে শুনে কি অনেক সময় আপনার মনে নানা প্রশ্নের উদয় হয়েছে? অথবা কোন অসৎ ব্যক্তিকে অসদুপায়ে মহা-সাফল্য লাভ ও ধন-সম্পদের অধিকারী হতে দেখে কি অবাক্ হয়ে ভেবেছেন কেন এইরূপ হতে দেন? অন্যায় বলে বোধ হয় এমন ঘটনা ঘটতে দেখে আমাদের মন অনেক সময় পীড়িত হয়, আর আমরা ঈশ্বরকে জেরা করি।

কিন্তু আমরা যখন ঈশ্বরের নৈতিক বৈশিষ্টগুলি তাঁর ভালবাসা ও পবিত্রতা এবং আজকের জগতে তিনি কিভাবে কাজ করেন তা আরও পরিষ্কার ভাবে বুঝতে পারি, তখন আমরা দেখতে পাই যে, আমাদের প্রতি যা কিছু ঘটে, সব কিছুর মধ্যেই একটা উদ্দেশ্য রয়েছে। ঈশ্বরের লক্ষ্য হোল আমাদেরকে তাঁর অনন্ত রাজ্যের জন্য প্রস্তুত করা, আর এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য তিনি আজ আমাদের জীবনের উপরে কাজ করে যাচ্ছেন।

এই পাঠে আমরা ঈশ্বরের নৈতিক বৈশিষ্ট্যগুলি অধ্যয়ন করব। আমরা দেখতে পাব, যে ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন তিনি তাঁর সৃষ্টিকে রক্ষা করবার কাজে এবং আমাদেরকে তার রাজ্যে আনয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছু সরবরাহের কাজে সক্রিয় আছেন। তথাপি তিনি আমাদের নিজেদের বিষয়গুলি নিজেদেরই মনোনয়ন করতে এবং

আমাদের মনোনয়নের দায়িত্ব আমাদেরই বহন করতে দেন। ঈশ্বর আমাদের কত ভালবাসেন এবং তিনি কিভাবে তাঁর সৃষ্টিকে শাসন করেন এই অংশে এই বিষয়গুলি অধ্যয়ন করবার সময়ে আসুন আমরা তাঁর কাছে আমাদের অন্তর খুলে রাখি।

## পাঠের খসড়া ঃ

ঈশ্বরের নৈতিক বৈশিষ্ট্য-সমূহ।
ঈশ্বরের সৃষ্ট কাজ।
ঈশ্বরের সার্বভৌম শাসনের কাজ।

## পাঠের লক্ষ্যগুলি ঃ

আপনি এই পাঠ শেষ করলে পর—

★ ঈশ্বরের নৈতিক বৈশিষ্ট্যগুলি এবং তাঁর সৃষ্ট জীবদের জন্য সেগুলির গুরুত্ব আলোচনা করতে পারবেন।

★ মহাবিশ্ব সৃষ্টি, রক্ষা এবং এর উপরে সর্বময় শাসনে ঈশ্বরের কাজগুলি বর্ণনা করতে পারবেন।

★ ঈশ্বরের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য এবং তাঁর কার্যাবলী আরও ভালভাবে বুঝবার ফলে তাঁকে আরও বেশী ভালবাসতে এবং যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন।

## শিক্ষামূলক কার্যাবলী ঃ

১। প্রথম পাঠের মত একই পদ্ধতি অনুসরণ করে পাঠের বিস্তারিত বিবরণ অধ্যয়ন করুন। শিক্ষামূলক প্রশ্নাবলীর উত্তর লিখবার সময় পাঠের শেষে দেওয়া উত্তর দেখবার আগে নিজের উত্তর লিখুন।

২। পাঠ শেষে পরীক্ষাটি দিন এবং এই বইয়ের শেষে দেওয়া উত্তর-মালার সাথে আপনার উত্তর মিলিয়ে দেখুন। কোন প্রশ্নের উত্তর ভুল লিখলে সে বিষয়ে আবার পড়ুন।

## মূল-শব্দাবলী ঃ

| | | |
|---|---|---|
| জেরা | অগাধ | অধিক্রমণ করা |
| প্রায়শ্চিত্ত | উপেক্ষা | ঐকমত্য |
| অভিভূত | দূরদর্শিতা | সান্নিধ্য |

## পাঠের বিস্তারিত বিবরণ ঃ

### ঈশ্বরের নৈতিক বৈশিষ্ট্য সমূহ ঃ

প্রথম পাঠে আমরা ঈশ্বরের স্বভাব এবং তাঁর স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যগুলি অধ্যয়ন করেছি। এখন আমরা ঈশ্বরের **নৈতিক** বৈশিষ্ট্যগুলি অধ্যয়ন করতে চাই। নারী-পুরুষের সাথে ঈশ্বরের আচার-ব্যবহারের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যগুলি প্রকাশিত হয়। এগুলি হচ্ছে **ঈশ্বরের পবিত্রতা** এবং **ঈশ্বরের ভালবাসা**। প্রথমে আমরা **ঈশ্বরের পবিত্রতা** সম্পর্কে অধ্যয়ন করব।

## ঈশ্বরের পবিত্রতা ঃ

লক্ষ্য ১ ঃ যে উক্তিগুলি ঈশ্বরের পবিত্রতার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে, সেগুলি সনাক্ত করতে পারা।

আপনি কোন্ বৈশিষ্ট্যটির দ্বারা আপনার প্রতিবেশীদের মধ্যে পরিচিত হতে চাইবেন? কৃপণ হিসেবে? একজন গুজব রটনাকারী? একজন ভাল ব্যক্তি? একজন বন্ধু হিসেবে? ঈশ্বর জাতিগণের কাছে তাঁর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দ্বারা পরিচিত হতে চেয়েছেন। তিনি **পবিত্রতম** এই নামে পরিচিত হতে চেয়েছেন (যিহিষ্কেল ৩৯ ঃ ৭)।

আমরা জেনেছি যে, ঈশ্বর সব জানেন বলে তাঁর পক্ষে কোন বুদ্ধিগত ভুল করা অসম্ভব। আর তিনি পবিত্র বলে তাঁর পক্ষে কোন **নৈতিক** ভুল করা অসম্ভব। পবিত্রতা ঈশ্বরের এমন একটি বৈশিষ্ট্য যা তাঁর সব কিছুর সিদ্ধতা বা নিখুঁতত্ব প্রকাশ করে। তা হচ্ছে তাঁর সমস্ত কাজের ভিত্তি। ফলে তিনি যা কিছু করেন সবই ঠিক এবং ভাল।

**পবিত্রতা**—এই শব্দটির মধ্যে **পৃথক বা আলাদা হওয়ার** ধারণা রয়েছে। সিদ্ধ ও ঐশ্বরিক সত্তা বিশিষ্ট ঈশ্বর, পাপী মানুষ এবং মন্দতা থেকে পৃথক এবং অনেক উঁচুতে। তিনি যদিও সম্পূর্ণ পবিত্র এবং তাঁর সৃষ্টি থেকে পৃথক, তথাপি তিনি লোকদের সাথে এমন এক সম্পর্ক রক্ষা করেন যার মাধ্যমে তিনি তাদের একান্ত কাছে অবস্থান করেন। এটা কিরূপে সম্ভব পরে আমরা তা দেখব।

ঈশ্বরের প্রতিটি মনোভাব এবং কাজে আমরা তাঁর পবিত্রতা দেখতে পাই। যা ভাল তার প্রতি ভালবাসা এবং যা মন্দ তার প্রতি ঘৃণা তাঁর এই পবিত্রতার অন্তর্ভুক্ত। অতএব ঈশ্বর ধার্মিক জীবন ও সততায় আনন্দ করেন, কিন্তু পাপ ও মন্দতা থেকে নিজেকে পৃথক রাখেন ও এর জন্য দোষী করেন।

**মানুষের পাপপূর্ণতার কারণেই** ঈশ্বরের পক্ষে লোকদের কাছ থেকে নিজেকে পৃথক রাখা প্রয়োজন। পুরাতন নিয়মে বহুবার এই সত্যটির

প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। ঈশ্বর মোশিকে সীনয় পর্বতের চারিদিকে বেড়া দিতে বলেছিলেন ( যাত্রা ১৯ ঃ ১২-১৩, ২১-২৫ )। তিনি ইস্রায়েল জাতির লোকদের বুঝাতে চেয়েছেন যে পাপী লোকদের অবশ্যই পবিত্র ঈশ্বরের কাছ থেকে পৃথক করা হবে।

ঈশ্বর প্রান্তরে ( মরু প্রান্তরে ) মোশিকে যে সমাগম তাম্বু নির্মাণ করতে বলেছিলেন তার প্রতীকের মধ্যেও ঈশ্বরকে পাপী লোকদের কাছ থেকে নিজেকে পৃথক করতে দেখা যায়। এর একটি অতি বিশেষ অংশকে পর্দা দিয়ে আলাদা করে রাখা হয়েছিল ( যাত্রা ২৬ ঃ ৩৩ পদ দ্রষ্টব্য )। যিনি নিজেকে পবিত্র করেছেন এমন একজন যাজকই কেবল সমাগম তাম্বুর এই বিশেষ অংশে প্রবেশ করতে পারতেন। তিনি পাপাবরণের উপরে রক্ত ছিটানোর জন্য বছরে একবার মাত্র সেখানে প্রবেশ করতেন ( লেবীয় ১৬ অধ্যায় দেখুন )। তিনি এক পবিত্র ঈশ্বরের সামনে লোকদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার উদ্দেশ্যে এই কাজ করতেন। এই পথে ঈশ্বরের প্রজাদের দেখান হত ঈশ্বর তাদের পাপকে কত বেশী ঘৃণা করেন।

পুরাতন নিয়মের আরও অনেক শাস্ত্রাংশে ঈশ্বরের পবিত্রতার উপর বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। যিশাইয় ৫৯ ঃ ২ এবং হবককুক্ ১ ঃ ১৩ পদ এই শিক্ষা দেয় যে, পাপ ঈশ্বরকে পাপী লোকদের কাছ থেকে এবং পাপী লোকদেরকে ঈশ্বরের কাছ থেকে পৃথক করে। ইয়োব ৪০ ঃ ৩-৫ এবং যিশাইয় ৬ ঃ ৫-৭ পদ আমাদের দেখায় যে, আমরা যদি ঈশ্বরের পবিত্রতা প্রকৃতরূপে উপলব্ধি করতে সক্ষম হই, তাহলে আমরা পাপের ভয়াবহতাও বুঝতে সক্ষম হব। আর আমরা যখন ঈশ্বরের সীমাহীন পবিত্রতা দেখি, তখন তা আমাদের মধ্যে পাপের জন্য দুঃখ বোধ, পাপ স্বীকার এবং নম্রতা উৎপন্ন করবে।

১। পূর্ববর্তী শাস্ত্রাংশগুলির ভিত্তিতে নীচের শূন্যস্থানগুলি পূরণ করুন।

ক) ঈশ্বর .....বলে তাঁর পক্ষে অশুচি ( বা অপবিত্র ) কোন কিছুর সাথে সংস্পর্শ রাখা অসম্ভব।

খ) পাপ আমাদেরকে ঈশ্বরের কাছ থেকে ..... করে।

গ) ঈশ্বরের নিখুঁত পবিত্রতা সম্বন্ধে প্রকৃত উপলব্ধির ফলে আমরা .....বুঝতে সক্ষম হব।

নূতন নিয়মেও বহু স্থানে ঈশ্বরের পবিত্রতার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। পুরাতন নিয়মে আমরা দেখেছি যে লোকেরা সরাসরি ঈশ্বরের কাছে যেতে পারত না, কিম্বা তাদের নিজেদের চেষ্টার মাধ্যমেও এই অধিকার অর্জন করতে পারত না। পুরাতন নিয়মে, নিজেকে পবিত্র করেছেন এমন একজন যাজকই কেবল লোকদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য ঈশ্বরের সামনে যেতেন। কিন্তু এখন ঈশ্বরের পুত্র যীশু খ্রীষ্টের আত্মোৎসর্গের মাধ্যমে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা হয়েছে। রোমীয় ৫ ঃ ২ এবং ইফিষীয় ২ ঃ ১৩-১৮ পদ অনুসারে, আমরা যদি ঈশ্বরের সামনে যেতে চাই তবে অবশ্যই যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে যেতে হবে। আবার ১ পিতর ৩ ঃ ১৮ পদ আমাদের বলে যে আমাদের ধার্মিক ত্রাণকর্তার আত্মবলিদানের ফলে আমাদের সমস্ত অশুচিতা ও অধার্মিকতা আচ্ছাদিত ও সেগুলির প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে, যার ফলে আমরা এখন পবিত্র ঈশ্বরের সামনে পেতে পারি।

২। এই শাস্ত্রাংশগুলি আমাদের শিক্ষা দেয় যে, একমাত্র **'এর'** দ্বারা সাধিত প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমেই আমরা পবিত্র ঈশ্বরের সামনে আসতে পারি ঃ

ক) একজন পবিত্রীকৃত যাজকের দ্বারা।

খ) পবিত্র হওয়ার জন্য আমাদের নিজ প্রচেষ্টার দ্বারা।

গ) আমাদের ত্রাণকর্তা যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা।

আমরা ঈশ্বরের ধার্মিকতা ও ন্যায় পরায়ণতা বিষয় উল্লেখ না করে তাঁর পবিত্রতা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারিনা। বাইবেলের অনেক পণ্ডিত এইগুলিকে ঈশ্বরের পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্য বলে উল্লেখ করে থাকেন। কিন্তু ধার্মিকতা এবং ন্যায় পরায়ণতা ঈশ্বরের পবিত্রতারই একটি প্রত্যক্ষ ফল। এগুলি ঈশ্বরের পবিত্রতারই অংশ, লোকদের সাথে তাঁর আচার ব্যবহারের মধ্যে যা দেখা যায়।

প্রথমত ঃ ধার্মিকতার দ্বারা ঈশ্বরের পবিত্রতা প্রকাশিত হয়, অর্থাৎ তিনি জগতে এক নৈতিক শাসন প্রতিষ্ঠা করেছেন। এর মানে তিনি লোকদের জীবন যাপনের জন্য যথাযথ (ন্যায্য এবং ঠিক) আইন-কানুন দিয়েছেন। দ্বিতীয়তঃ ন্যায় পরায়ণতার দ্বারা তাঁর পবিত্রতা প্রকাশিত হয়। তিনি ন্যায্য পথে তাঁর আইন প্রয়োগ করেন। যারা তাঁর আইন কানুন পালন করে তিনি তাদের পুরস্কার দেন, আর যারা সেগুলি অমান্য করে তাদের শাস্তি দেন।

ঈশ্বর তাঁর লোকদের মধ্যে পবিত্রতা ভালবাসেন, আর এর দ্বারা তাঁর ধার্মিকতা প্রকাশিত হয়। তিনি যে পবিত্র ঈশ্বর তা-ই শুধু নয়, তিনি চান তাঁর লোকেরা ও পবিত্র হবে। তিনি পাপের যে বিচার করেন তার মধ্যে আমরা তাঁর ন্যায় পরায়ণতা দেখতে পাই। তিনি পাপ সহ্য করতে পারেন না বলে যারা পাপ করে তিনি তাদের অবশ্যই শাস্তি দেবেন।

৩। ইব্রীয় ১২ ঃ ১০, ১৪ পদ পাঠ করুন, তারপর এই প্রশ্নটির উত্তর দিন ঃ আমি খ্রীষ্টিয়ান হয়ে পাপ পথ থেকে ফিরে আসার পর ঈশ্বর আমার কাছ থেকে কি চান ?

.....

খ্রীষ্টিয় জীবনের একটি গুণ হিসেবে পবিত্রতা **অন্যায় কাজ না করা** থেকেও বেশী কিছু। তা **ন্যায় কাজ করা** ও বুঝায়। সঠিক পথে জীবন যাপন এবং ঈশ্বরের ভালবাসা আমাদেরকে অন্যদের প্রতি যা করতে চালিত করে তা করবার মধ্যে কার্যক্ষেত্রে এর প্রকাশ ঘটে। তা আমাদের মধ্যে আমাদের চার পাশের লোকজনদের জন্য চিন্তা বা অনুভূতি উৎপন্ন করে।

উদাহরণ স্বরূপ, আমরা লোকদের প্রয়োজনে তাদের সেবা করবার দ্বারা ঈশ্বরের প্রতি আমাদের বাধ্যতা রক্ষা করতে পারি। অন্যদের সেবা করবার জন্য আমাদের খ্রীষ্টিয় নীতি মালার মধ্যে আপোস মিমাংসা নিষ্প্রয়োজন। লূক ১০ ঃ ২৯-৩৭ পদে যীশুর যে দৃষ্টান্তটি

বর্ণনা করা হয়েছে তার মধ্যে আমরা আমাদের খ্রীষ্টিয় আচরণের **আদর্শ** ( নিখুঁতত্বের মানদণ্ড ) লাভ করি। একই সময়ে তা এমন **কার্যাবলী** প্রদর্শণ করে যার মাধ্যমে আমাদের সহ-মানবদের প্রতি আমাদের আদর্শের বাস্তব প্রকাশ ঘটে।

৪। লূক ১০ ঃ ২৯-৩৭ পদ পাঠ করুন। তার পর আপনার নোট খাতায় লিখুন নীচের কোন্ ব্যক্তির মধ্যে কার্যক্ষেত্রে পবিত্রতার খ্রীষ্টিয় আদর্শের প্রকাশ ঘটেছে, এবং কেন ঃ লেবীয় ; শমরীয় ; পুরোহিত।

ইব্রীয় ১২ ঃ ১০ এবং ১৪ পদে আমরা যেমন দেখেছি, বাইবেল আমাদের প্রত্যেককে এক পবিত্র বা পৃথকীকৃত জীবন যাপন করতে বলে। কোন ব্যক্তি একই সময়ে এই আদেশ পালন করতে এবং মথি ৫ ঃ ১৩-১৬ পদে যীশুর শিক্ষানুসারে সামাজিক জীবনে অংশ গ্রহণ করতে পারেন। এই শাস্ত্রাংশ আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে, আমরা অবশ্যই আমাদের পবিত্রতা হরাব না, কিন্তু অন্যদের কাছে আমাদের অবশ্যই একটি দৃষ্টান্ত স্বরূপ হতে হবে। এইরূপে, নূতন নিয়ম যা অনুমোদন করে না এমন কোন কাজ খ্রীষ্টিয়ান অবশ্যই করবেন না। কিন্তু তিনি তার পরিবার ও প্রতিবেশীদের সেবা করবার জন্য, এবং তিনি যে তাদের ব্যাপারে যত্নবান তা দেখানোর জন্য সম্ভাব্য সব কিছুই করবেন।

৫। আমাদের সন্তানদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করা উচিত ঈশ্বরের ধার্মিকতা ও ন্যায়পরায়ণতা থেকে আমরা তার এক সুন্দর দৃষ্টান্ত পাই। অন্য কথায়, নীচের কোন্ কাজটি আমরা করব ? ( সবচেয়ে উপযুক্ত উত্তরটি মনোনীত করুন। )

ক) তাদের অবশ্যই সর্বদা ভাল হতে হবে এটা মনে করিয়ে দেবার জন্য আমরা প্রায়ই সন্তানদের শাস্তি দেব।

খ) আমাদের দাবি ন্যায্য হবে, তারা বাধ্য হলে তাদের পুরস্কার দেব এবং অবাধ্য হলে শাস্তি দেব।

গ) তারা অবাধ্য হলে তাদের শাস্তি দেওয়া হবে বলে হুশিয়ারী উচ্চারণ করা, কিন্তু সেই শাস্তি কখনো কার্যে পরিণত না করা, পাছে আমাদের ভালবাসা সম্বন্ধে তারা সন্দেহ পোষণ করে।

৫ নং প্রশ্ন আমাদেরকে শাসন করা সম্পর্কে বাইবেলের মূলনীতি-গুলি জানবার ও বুঝবার প্রয়োজনীয়তার কথা মনে করিয়ে দেয়। ঈশ্বরের বাক্য অনুসারে, যে ব্যক্তি তার সন্তানদের শাসনের অটল থাকে না, সে তাদের মৃত্যুর পথে নিয়ে যায় ( হিতোপদেশ ১৯ ঃ ৮ )। ইব্রীয় ১২ ঃ ৬ এবং প্রকাশিত বাক্য ৩ ঃ ১৯ পদ আমাদের শিক্ষা দেয় যে ঈশ্বর যাদের ভালবাসেন তাদেরই তিনি শাসন করেন। আমরা যদি সত্যই আমাদের সন্তানদের ভালবাসি তাহলে তাদের নিজেদের মঙ্গলের জন্যই আমরা তাদের শাসন করব ( ইব্রীয় ১২ ঃ ৫-১১ পদ দেখুন )।

৬। ঈশ্বরের পবিত্রতার তাৎপর্য সম্পর্কে নীচের যে উক্তিগুলি সত্য সেগুলিতে টিক্ ( √ ) চিহ্ন দিন।

ক) পবিত্রতা ঈশ্বরের এমন একটি বৈশিষ্ট্য যা তাঁর নৈতিক সিদ্ধতা প্রকাশ করে।

খ) ঈশ্বর সীমাহীনভাবে পবিত্র বলে, তিনি তাঁর লোকদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা করতে পারেন না।

গ) যা ভাল এবং ঈশ্বরের ব্যবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ তার প্রতি ভাল-বাসা এবং মন্দের প্রতি ঘৃণা পবিত্রতার ধারণাটির অন্তর্ভুক্ত।

ঘ) পুরাতন নিয়মের সময়ে ঈশ্বর পরিষ্কার ভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন। যে, তাঁর প্রজারা যদি পাপ করে তবুও তাদের থেকে তিনি নিজেকে পৃথক করবেন না।

ঙ) ঈশ্বর যে পথে তাঁর লোকদের শাসন করেন তা তাঁর নৈতিক চরিত্রেরই একটি ফল।

চ) ঈশ্বর ন্যায় পরায়ণ বলে তিনি কেবল মাত্র ঐশ্বরিক ন্যায় বিচারই দেন না, অধিকন্তু লোকেরা তার প্রতি বাধ্য হতে ব্যর্থ হলে সেজন্য প্রায়শ্চিত্তের ও বন্দোবস্ত করেন।

ছ) পবিত্রতার ধারণাটির সরল অর্থ হচ্ছে যা অন্যায় তা না করা।

## ঈশ্বরের ভালবাসা ঃ

লক্ষ্য ২ ঃ আমাদের কাছে ঈশ্বরের ভালবাসার মানে কি, এবং তা কিভাবে প্রকাশিত হয় এ সম্পর্কে একটি নির্ভুল উক্তি মনোনীত করতে পারা।

ধরুন কোন একজন যুবক একজন যুবতীকে বলে যে সে তাকে ভালবাসে, কিন্তু বিবাহের পরে সে তার সম্বন্ধে অভিযোগ ছাড়া আর কিছুই করেনা। স্ত্রীর কাছে যা গুরুত্ব পূর্ণ তার প্রতি সে কোনই আগ্রহ দেখায়নি। স্ত্রীর প্রতি তার ভালবাসাকে আপনি কিভাবে বিচার করবেন ?

ঈশ্বর কিন্তু এরূপ নন। তিনি আপনাকে ও আমাকে গভীরভাবে ভালবাসেন, আর তিনি তাঁর কথা ও প্রতিজ্ঞার মধ্যেই নয়, অধিকন্তু কাজের দ্বারাও এই ভালবাসা দেখান।

ঈশ্বরের ভালবাসা পাবার উপযুক্ত হবার বা তা লাভ করবার জন্য আমরা কিছুই করতে পারিনা। আমাদের কোন কথা বা কাজের দ্বারাই ঈশ্বর আমাদের ভালবাসতে বাধ্য নন। ভালবাসা তাঁর স্বভাবেরই অংশ। তিনি জগতকে ভালবাসেন। তিনি আমাদের ভালবাসেন।

ঈশ্বর আমাদের কত ভালবাসেন ব্যবহারিক পথে তিনি আমাদের তা দেখান। অনেকে মঙ্গলভাব ( ভাল স্বভাব ), করুণা, ধৈর্য এবং বিশ্বস্ততাকে ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য বলে গণ্য করে থাকেন, কিন্তু আমি এগুলিকে তাঁর ভালবাসারই একটি অংশ বলে মনে করি। আপনি হয়ত তাঁর ভালবাসার আরও কয়েকটি দিকের কথা চিন্তা করতে পারেন যেগুলিকে এই তালিকার সাথে যোগ করা যায়। আমরা তাঁর কাছে কিরূপ গুরুত্বপূর্ণ এই বৈশিষ্ট্যগুলি আমাদের সেটাই দেখিয়ে দেয়। তিনি আমাদের সম্পর্কে কিরূপ যত্নবান এগুলি আমাদের তা মনে করিয়ে দেয়।

৭। যোহন ৩ ঃ ১৬ ; ১৭ ঃ ২৪ ; ১ যোহন ৪ ঃ ৯-১০ ; এবং প্রকাশিত বাক্য ১ ঃ ৪-৫ পদ পাঠ করুন। এই পদগুলিতে আমাদের দেখান হয়েছে যে ঈশ্বরের ভালবাসা সক্রিয়। কি ধরণের কাজ এই ভালবাসা প্রকাশ করে? ..................................................

..................................................

৮। যোহন ১৩ ঃ ৩৪-৩৫; ১৪ ঃ ১৫ ; ১৫ ঃ ১৩-১৪ এবং ১ যোহন ৫ ঃ ২-৩ পদ পড়ুন। আপনার নিজের কথায়, ঈশ্বরের প্রতি আমাদের ভালবাসা দেখানোর দুটি পথ উল্লেখ করুন। ..................................................

..................................................

..................................................

পুরাতন নিয়মে ঈশ্বরকে অনেক সময় একজন মহান এবং শক্তিমান যোদ্ধা রূপে দেখান হয়েছে। সেখানে তাঁকে একজন প্রেমময় ঈশ্বর রূপেও দেখে আমি অভিভূত হয়ে যাই। তাঁর ভালবাসার সবচেয়ে বিস্ময়কর উদাহরণগুলির একটিতে প্রথমে তাঁকে একজন ক্রুদ্ধ ধ্বংসকারীরূপে দেখান হয়েছে, কিন্তু তিনি ইতস্ততঃ করেন—থামেন। তিনি কেন তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করবার জন্য এগিয়ে যান না? কোন কিছু তাকে বিরত করে, তা হল ঐ পাপী লোকদের প্রতি তাঁর ভালবাসা। তিনি বলেন, "আমি যেন দেশ বিনষ্ট না করি, এই জন্য তাহাদের মধ্যে এমন একজন পুরুষকে অন্বেষণ করিলাম, যে তাহার প্রাচীর সারাইবে ও দেশের নিমিত্ত আমার সম্মুখে তাহার ফাটালে দাঁড়াইবে" ( যিহিষ্কেল ২২ ঃ ৩০ )। এমন কোন ধার্মিক ব্যক্তি যদি দেশে থাকতেন এবং দেশের জন্য ঈশ্বরের করুনা ভিক্ষা করতেন তাহলে তিনি নগর রক্ষা করতেন। কি অগাধ ভালবাসা-ই-না এর মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে।

দায়ূদ, যিশাইয় এবং যিরমিয় ঈশ্বরকে একজন পিতা হিসেবে তুলে ধরেছেন। ঈশ্বরের মধ্যে তারা একজন উত্তম পিতার এমন কি কি গুণাবলী দেখেছেন যার ফলে তারা তাঁকে একজন পিতার সাথে তুলনা করেছেন? দায়ূদ বলেন যে ঈশ্বর তাঁর সন্তানদের প্রতি দয়ালু।

তারা যে অসহায় তা তিনি স্মরণে রাখেন ( গীতসংহিতা ১০৩ ঃ ১৩-১৪ )। যিশাইয় ঈশ্বরকে একজন **করুণাময়** পিতা রূপে মনে করেন ( যিশাইয় ৬৩ ঃ ১৬ ; ৬৪ ঃ ৮ )। যিরমিয় ঈশ্বরকে এমন একজন পিতা রূপে দেখেন, যিনি তাঁর অবাধ্য সন্তানদের শাস্তি দেওয়ার পরে তাদের বাড়ীতে ফিরিয়ে নিয়ে যান ( যিরমিয় ৩১ ঃ ৭-৯ )।

নূতন নিয়মে আমরা ঈশ্বরের ভালবাসার সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ পাই। আমাদের পাপের পাওয়া পরিশোধের জন্য যীশু পৃথিবীতে আসেন। পাপের বেতন কত ভয়াবহ ( মৃত্যু ) তা তিনি প্রকাশ করেছেন। তিনি অপরিমেয় মূল্য দিয়ে অর্থাৎ তাঁর নিজের জীবন দিয়ে তিনি আমাদের পরিত্রাণের বন্দোবস্ত করছেন ( যোহন ৩ ঃ ১৬-১৭ )। ঈশ্বর আমাদের এত অধিক ভালবাসেন বলে আমরা জানি যে, আমরা যদি তাঁকে ভালবাসি তবে তিনি আমাদের জীবনে এমন কিছুই ঘটতে দেবেন না যাকে আমাদের চরম মঙ্গলের জন্য ব্যবহার করা যায় না। যে কোন পরিস্থিতিতে আমরা তার ভালবাসা সম্পর্কে নিশ্চিত থাকতে পারি। তাঁরভালবাসা আমাদেরকে ভয় এবং এর যন্ত্রণা থেকে উদ্ধার করে ( ১ যোহন ৪ ঃ ১৮ ; ২ তীমথিয় ১ ঃ ৭ )।

৯। যিশাইয় ৪৩ ঃ ১-৫ পদে ঈশ্বরের যে বৈশিষ্ট্যগুলি পাওয়া যায় তাদের সবগুলি আপনার নোট খাতায় লিখুন। আপনি তাঁর তিনটি স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য এবং দুটি নৈতিক বৈশিষ্ট্য পাবেন।

১০। আপনার কি এমন কোন বন্ধু-বান্ধব আছে, যারা বোঝেন না যে ঈশ্বর তাদের ভালবাসেন? মথি ২৪ ঃ ১৪ ; ২৮ ঃ ১৯ এবং প্রেরিত ১ ঃ ৮ পদ পড়ুন। এই শাস্ত্রাংশগুলির ভিত্তিতে যারা ঈশ্বরের ভালবাসার কথা জানেন না তাদের প্রতি আপনার দায়িত্ব কি তা আপনার নোট খাতায় লিখুন।

যিহিষ্কেল ১৮ ঃ ১-৩২ পদে ঈশ্বর তাঁর প্রজাদের কিরূপ গভীরভাবে ভালবাসেন তা প্রকাশ করা হয়েছে। অনেক সময় তারা তাদের দুঃখ-কষ্টের কারণ বুঝতে ব্যর্থ হলেও ঈশ্বর তাদের কাছ থেকে যা

চান তা হল বাধ্যতাপূর্ণ সেবা। তাদের মনোযোগ লাভের জন্য, ঈশ্বরের সাথে তাদের সম্পর্ক পুনঃ প্রতিষ্ঠার এবং এর মধ্যে কোন ঘাটতি থাকলে তা পূরণ করবার জন্য, শাস্তি দেওয়া হয়। ৩১ এবং ৩২ পদ ইস্রায়েলের জন্য ঈশ্বরের গভীর ভালবাসা এবং তাদের পরিত্রাণের জন্য তাঁর অসীম আগ্রহের প্রতি ইংগিত করে ঃ

"তোমরা আপনাদের কৃত সমস্ত অধর্ম আপনাদের হইতে দূরে ফেলিয়া দেও, এবং আপনাদের জন্য নূতন হৃদয় ও নূতন আত্মা প্রস্তুত কর; কেননা, হে ইস্রায়েল কুল, তোমরা কেন মরিবে? কারণ যে মরে, তাহার মরণে আমার কিছু সন্তোষ নাই সদাপ্রভু বলেন; অতএব তোমরা মন ফিরাইয়া বাঁচ।"

১১। আমাদের কাছে ঈশ্বরের ভালবাসার অর্থ কি, এবং কিভাবে তা প্রকাশিত হয়, এ সম্পর্কে সঠিক উক্তিটি মনোনীত করুন। ঈশ্বরের ভালবাসা—

ক) এটাই দেখায় যে, লোকেরা তাঁর প্রতি যেরূপ সাড়াই দিক না কেন, তিনি তাদের পাপ উপেক্ষা করবেন।

খ) লোকদের সাথে তাঁর সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাঁর মঙ্গলভাব, করুণা, দীর্ঘ-সহিষ্ণুতা এবং অনুগ্রহ দেখায় এবং তা এক সক্রিয় পথে, পাপ ক্ষমার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়।

গ) শাস্তি প্রদান করে, এবং লোকদের শাস্তি দিতে বিরত থাকতে ও তাদেরকে তাঁর প্রতি বাধ্য হওয়ার আর একটি সুযোগ দিতে অস্বীকার করবার মাধ্যমে যার প্রকাশ ঘটে।

## ঈশ্বরের সৃষ্টিকাজ ঃ

**লক্ষ্য ৩ ঃ** যে উক্তিগুলি ঈশ্বরের সৃষ্টি কাজ এবং আমাদের জন্য সেগুলির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে সেগুলি মনোনীত করতে পারা।

এখন আমরা ঈশ্বরের বিভিন্ন কাজ গুলি আলোচনা করব ঃ ১) তাঁর **সৃষ্টি কাজ**, ২) মহাবিশ্বের উপরে তাঁর **সার্বভৌম শাসন**, তাঁর

সৃষ্টিকে **ধরে রাখা** বা **রক্ষা করা** যার অন্তর্ভুক্ত ; এবং ৩) **তাঁর দূরদর্শিতা**, যা তাঁর অনন্ত পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করে। প্রথমে আমরা তাঁর দ্বারা সবকিছু সৃষ্টি করা সম্বন্ধে বাইবেল কি বলে তা দেখব।

প্রায়ই দেখা যায় লোকেরা **কি**, সে জন্য নয়, কিন্তু তারা কি **করেছেন**, সে জন্যই ইতিহাসে স্থান লাভ করেন। উদাহরণ স্বরূপ, মাদাম মেরী কুরী রাজ পরিবারের সদস্যা বলে নয়, কিন্তু পদার্থ বিজ্ঞানী হিসেবে তিনি রেডিয়াম এবং পোলোনিয়াম আবিষ্কার করেছিলেন বলেই ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন।

অপর পক্ষে এই মহাবিশ্বের সার্বভৌম সত্তা ঈশ্বর, তিনি **কি** সে জন্যেই আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। একই সময়ে তিনি কি **করেন** (তাঁর কাজ) তাও আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঈশ্বরের প্রথম কাজ ছিল মহাবিশ্ব সৃষ্টি (আদি ১ ও ২ অধ্যায়)।

ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টি ক্ষমতা ব্যবহারের দ্বারা সমগ্র দৃশ্যমান ও অদৃশ্য জগত সৃষ্টি করেছেন। বস্তু-জগৎ তন্ত্র (সূর্য, চন্দ্র, তারকা, গ্রহ, ইত্যাদি), এবং তিনি নিজে বাদে আর সমস্ত আত্মিক সত্তা সহ সকল জীব সত্তা এই সৃষ্টি কাজের অন্তর্ভুক্ত। পবিত্র শাস্ত্রে এই সৃষ্টির কথা পরিষ্কার-ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা তা দেখতে পাব।

বাইবেলের বিবরণে ঈশ্বরের সৃষ্টি কাজের কয়েকটি বর্ণনা আছে যেগুলি একত্রে একটি মহা সৃষ্টি প্রক্রিয়া গঠন করে (আদি ১, ২ অধ্যায় এবং গীত সংহিতা ৩৩ ঃ ৬)। সৃষ্টির ঘটনা কয়েকটি পথে আমাদের জীবনে বিশেষ অর্থ বহন করে।

১। সব কিছুর আগে এই মহাবিশ্বের সৃষ্টি কর্তার অস্তিত্ব ছিল, এই জ্ঞান ঈশ্বরের চিরন্তর মহত্ব ও মহিমার প্রতি আমাদের মনে বিস্ময় জাগায় এবং তাঁর সাথে তুলনা করে আমরা নিজেদের অকিঞ্চিৎকর বা তুচ্ছ অবস্থা বুঝতে পারি।

২। সমস্ত সৃষ্টির স্রষ্টার তাঁর সৃষ্টির উপরে একটি ন্যায় সংগত দাবি আছে। তিনি তার প্রতি তাদের বাধ্য ও অনুগত আরাধনা ও সেবা চান।

৩। সৃষ্টির মধ্যে আমরা স্রষ্টার এক সাধারণ আত্ম প্রকাশ দেখতে পাই, যার মধ্যে তাঁর প্রজ্ঞা, ক্ষমতা এবং তাঁর সৃষ্টির প্রতি যত্ন দৃষ্ট হয় ( রোমীয় ১ ঃ ১৮-২০ )।

৪। সৃষ্টি সম্পর্কে বাইবেলের শিক্ষা আমাদের বিশ্বাসের জন্য একটি মৌলিক প্রয়োজন, কারণ আমাদের অনন্ত পরিত্রাণের জন্য আমরা পবিত্র শাস্ত্রে প্রকাশিত সৃষ্টিকর্তার চেয়ে ন্যূনতর কারও কাছে নিজেদের পূর্ণরূপে সমর্পণ করতে কখনোই পারতাম না।

ঈশ্বর **কেন** সব কিছু পরিকল্পনা ও সৃষ্টি করেছেন, তা নিয়ে আমাদের ভাবনা-চিন্তা করবার প্রয়োজন নেই। তিনি তাঁর নিজ গৌরবের জন্যই তা করেছেন ( গীতসংহিতা ১৯ ঃ ১ ; যিশাইয় ৪৩ ঃ ৭ ; ৪৮ ঃ ১১ ; প্রকাশিত বাক্য ৪ ঃ ১১ পদ দেখুন )। লোকেরা একমাত্র সুখের অন্বেষণেই এই জীবন পথে গমন করে থাকে। কিন্তু ঈশ্বরের গৌরব চেষ্টার দ্বারাই প্রকৃত সুখ আসে। এই সুস্পষ্ট উদ্দেশ্যের জন্যই আমাদের সৃষ্টি করা হয়েছিল, আর এটাই আমাদের সমস্ত সুখের মূল।

আমার এক বন্ধু একবার আমাকে বলেছিলেন যে, ঈশ্বরের জন্য **মহান** কোন কিছু করতে না পারবার জন্য তিনি অত্যন্ত অসুখী। আমি তাকে প্রশ্ন করেছিলাম, "আপনার কাজের দ্বারা ঈশ্বরের গৌরব সাধন করাই কি আপনার সবচেয়ে বড় লক্ষ্য? আর ঐ লক্ষ্য অর্জনের জন্য কি আপনি **যে কোন কিছু** ঘটতে দিতে ইচ্ছুক?" আমার বন্ধুটি বুঝতে পেরেছিলেন যে, মহান কোন কিছু করবার ব্যাপারে তার নিজের উচ্চাকাঙ্খাই প্রকৃত পক্ষে তার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তিনি ঈশ্বরের জন্য তা করতে চেয়েছেন.—এই চিন্তার দ্বারা তিনি শুধু নিজেকেই প্রতারিত করেছেন। যীশু বলেছেন,

"যে কেউ তার নিজের জন্য বেঁচে থাকতে চায়, সে তার সত্যিকারের জীবন হারাবে; কিন্তু যে কেউ আমার জন্য এবং ঈশ্বরের দেওয়া সুখবরের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করতে রাজী থাকে, সে তার সত্যিকারের জীবন রক্ষা করবে" ( মার্ক ৮ ঃ ৩৫ )। ঈশ্বরের গৌরবার্থে আমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে।

কোন কোন সমাজে এই মহাবিশ্বকে চিরস্থায়ী বলে দেখা হয়, যার ইতিহাস সৃষ্টি, ধ্বংস এবং পুনঃ সৃষ্টির অসীম চক্রের মাধ্যমে গতিশীল। আর এই সকল সমাজে ব্যক্তিদের একমাত্র প্রকৃত লক্ষ্য হচ্ছে এক হতাশাপূর্ণ অস্তিত্ব থেকে মুক্তি লাভ করা। মহাবিশ্ব সম্পর্কে বাইবেলের ধারণামতে এর আরম্ভ আছে ( সব কিছুর সৃষ্টি ), একটি উদ্দেশ্য আছে ( যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে মানুষের পরিত্রাণ ), এবং ঈশ্বরের রাজ্যে অনন্ত জীবনের একটি প্রতিজ্ঞা আছে। নীচের রেখা চিত্রে এই দুটি ধারণার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে ঃ

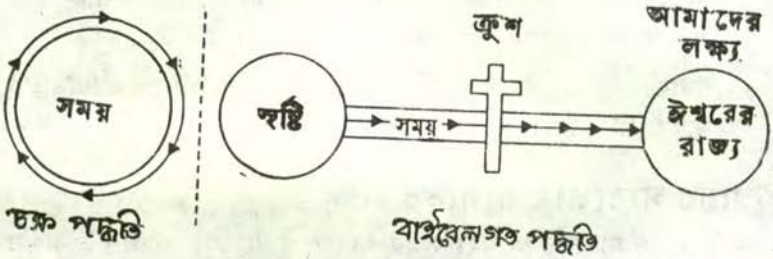


১২। আপনার জানা অধিকাংশ লোকদের ধারণার সাথে এই ধারণা-গুলির সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য আপনার নোট খাতায় ব্যাখ্যা করে লিখুন। আপনি যে সমাজে বাস করেন বাইবেলের ধারণার সাথে সেই সমাজের ধারণার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যগুলি কি কি ?

ঈশ্বর অতীতে কি করেছেন তার মধ্যেই ঈশ্বরের সৃষ্টি কাজ সীমাবদ্ধ নয়। যোহন ৩ ঃ ৩, ২ করিন্থীয় ৫ ঃ ১৭, গালাতীয় ৬ ঃ ১৫, এবং গীতসংহিতা ৫১ ঃ ১০ পদ বলে যে, যার তাদের পাপ থেকে মন ফিরিয়ে বিশ্বাসে ঈশ্বরের কাছে আসে তিনি তাদের অন্তর পবিত্র করেন।

এই শাস্ত্রাংশগুলি আরও বলে যে, কোন ব্যক্তি যখন পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরের প্রতি ফিরে তখন সে নূতন জন্ম লাভ করে এক নূতন জীব, বা এক নূতন সৃষ্টি স্বরূপ হয়। এইরূপে, কোন ব্যক্তি যখন যীশু খ্রীষ্টকে ত্রাণকর্তা বলে গ্রহণ করে তখন যে আত্মিক সৃষ্টি সম্পন্ন হয়, তাও ঈশ্বরের সৃষ্টি কাজের অন্তর্ভুক্ত।

১৩। **সত্য** উক্তিগুলিতে টিক্ (√) চিহ্ন দিন।

ক) ঈশ্বরের সৃষ্টি কাজ সমূহ তাঁর সৃষ্ট জীবদের কাছে একটি সাধারণ পথে তাঁর বৈশিষ্ট্যগুলি প্রকাশ করে।

খ) সৃষ্টি আমাদেরকে ঈশ্বরের চিরন্তন মহত্ত্ব ও মহিমা এবং তাঁর তুলনায় আমাদের তুচ্ছাতিতুচ্ছ অবস্থা সম্পর্কে সচেতন করে তোলে।

গ) সৃষ্টি কাজের মধ্যে ঈশ্বরের আত্ম প্রকাশ তাঁর সৃষ্ট জীবদের কাছ থেকে কোন প্রকার সাড়া দাবি করে না।

ঘ) সৃষ্টির মধ্যে প্রকাশিত ঈশ্বরের ক্ষমতা এবং স্বভাব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে আমাদের উচিৎ তাঁর গৌরব করা।

ঙ) ঈশ্বরের সৃষ্টি কাজ আদি ১ ও ২ অধ্যায়ে বর্ণিত ঘটনাগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

## ঈশ্বরের সার্বভৌম শাসনের কাজ ঃ

লক্ষ্য ৪ ঃ ঈশ্বর কর্তৃক মহাবিশ্বের সার্বভৌম শাসনের নীতিগুলি বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে এবং এর নির্ভুল সংজ্ঞাগুলি মনোনীত করতে পারা।

সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকর্তা তাঁর সৃষ্টি সব কিছুর উপরে সার্বভৌম শাসন-কর্তা। এর অর্থ কি? এখানে **সর্বশ্রেষ্ঠ** বলতে বুঝান হয়েছে **"ক্ষমতায় বা পদ মর্যাদায় সর্বোচ্চ, গুণে বা মাত্রায় সর্বোচ্চ।"** এই মহাবিশ্বে যা কিছু আছে, তাদের সব কিছু থেকে সমস্ত পথে ঈশ্বর শ্রেষ্ঠ। **সার্বভৌম** কথাটির মানে **"বাইবেল নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তি, নিজের ইচ্ছা মত কাজ করবার ক্ষমতা।"**

এইরূপে ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব এই মহাবিশ্বের উপরে তাঁর সর্বময় শাসন ক্ষমতা বর্ণনা করে ( ১ তীমথিয় ৬ ঃ ১৫ )। তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী এই মহাবিশ্বের ঘটনাবলী পরিচালনার মধ্যে তাঁর সার্বভৌমত্ব দৃষ্ট হয় ( ইফিষীয় ১ ঃ ১১ )। পবিত্র শাস্ত্রে ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে সুস্পষ্ট শিক্ষা রয়েছে ঃ ১) আমাদের সৃষ্টিকর্তা হিসেবে তিনি আমাদের উপরে শাসন করবার অধিকারী ( ১ বংশাবলী ২৯ ঃ ১১ ; মথি ২০ ঃ ১৫ ; যিহিষ্কেল ১৮ ঃ ৪ ) ; ২) তিনি তাঁর ইচ্ছা অনুসারে কাজ করেন ( গীতসংহিতা ১১৫ ঃ ৩ ; দানিয়েল ৪ ঃ ৩৫ ) ; ৩) তাঁর সব কাজের মধ্যে উদ্দেশ্য রয়েছে ( রোমীয় ৮ ঃ ২৮ ঃ যিশাইয় ৪৮ ঃ ১১ )।

কিছুদিন আগে আমি দৈনিক পত্রিকায় পাঁচ বছর বয়সের সুন্দরী একটি বালিকার পাশবিক হত্যাকাণ্ড পাঠ করলাম। ঈশ্বর যদি বাস্তবিকই মঙ্গলময়, সার্বভৌম ক্ষমতার, অধিকারী, এবং তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী সব কাজ করতে সক্ষম হন, তাহলে এই ধরণের ঘটনা কিভাবে ঘটতে পারে ? তিনি কেন এই প্রকার ঘটনা ঘটতে দেন ? ঈশ্বর কর্তৃক মহাবিশ্বের সার্বভৌম শাসনের বিভিন্ন দিকগুলি আলোচনা করলে আমরা এই প্রশ্নগুলির উত্তর পাব। ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বের সঙ্গে মহাবিশ্বকে **রক্ষা করা** এবং তাঁর **দূরদর্শিতা** জড়িত। আমরা প্রথমে তাঁর দ্বারা মহাবিশ্বকে **ধরে রাখা** বা **রক্ষা করা** সম্পর্কে আলোচনা করব।

## মহাবিশ্ব রক্ষা করা ( ধরে রাখা ঃ )

কোন গৃহ-নির্মাতা, তা তিনি যত বুদ্ধিমানই হোক না কেন এমন কোন গৃহ নির্মাণ করতে সক্ষম নন যা কখনও মেরামত করতে হবে না। এমন কেন মালী নেই যে সযত্নে সুন্দর ফুল গাছের বীজ বপন করে সেগুলি রক্ষার জন্য কাট-ছাট আগাছা উত্তোলন এবং পানি সেচ করে না। বাইবেল আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে, এই মহাবিশ্বকেও ধরে রাখবার বা রক্ষাকরবার প্রয়োজন আছে ( প্রেরিত ১৭ ঃ ২৮ ; ইব্রীয় ১ ঃ ৩ )।

ঈশ্বর সক্রিয়ভাবে এই মহাবিশ্ব রক্ষা করেন বা এর যত্ন নেন। পবিত্র শাস্ত্র আমাদের দেখায় যে, ঈশ্বর সৃষ্টি কাজ শেষ করবার পরে সবকিছুর যত্ন নেওয়ার মাধ্যমে তাঁর কাজ চালিয়ে যান (গীতসংহিতা ১০৪)। মানুষ এবং পশু এর অন্তর্ভুক্ত (গীতসংহিতা ৩৬ঃ৬), তিনি ধার্মিক ও ন্যায় পরায়ণ লোকদের রক্ষা করেন (হিতোপদেশ ২ঃ৮)।

প্রেরিত পৌল বলেছেন, "কারণ তাঁর শক্তিতেই আমরা জীবন কাটাই ও চলাফেরা করি এবং বেঁচেও আছি" (প্রেরিত ১৭ঃ২৮)। ঈশ্বরের ইচ্ছা ও তাঁর ক্ষমতা ভিন্ন কোন কিছু যদি জগতে অস্তিত্ব রক্ষা করে বা ঘটে তাহলে ঈশ্বরকে সার্বভৌম বলা যাবে না। বিভিন্ন শাস্ত্রাংশ যেমন নহিমিয় ৯ঃ৬ এবং গীতসংহিতা ১৪৫ঃ১৪-১৬ পদে আমরা শিক্ষা পাই যে, ঈশ্বর সব কিছু রক্ষার কাজে সক্রিয়ভাবে জড়িত। অন্যান্য শাস্ত্রাংশে আমরা দেখি যে সদা প্রভু তাঁর লোকদের রক্ষা করেন (দ্বিঃ বিঃ ১ঃ৩০-৩১; গীতসংহিতা ৩১ঃ২০; ৩৪ঃ১৫, ১৭, ১৯; যিশাইয় ৪৩ঃ২ পদ)।

ঐশ্বরিক রক্ষণাবেক্ষণ যে প্রয়োজনীয় তা আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে, কারণ ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট সবকিছুই যেমন বেঁচে থাকবার তেমনি কাজ করবার জন্য তাঁরই উপরে সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। সৃষ্ট জীবের নিজের মধ্যে অস্তিত্ব রক্ষা করবার কোন ক্ষমতা নেই। তা তার সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছা ক্রমেই অস্তিত্ব রক্ষা করে বেঁচে থাকে। তাঁর মহা শক্তিশালী বাক্য দ্বারাই তিনি সৃষ্ট জীব ও সমগ্র মহাবিশ্বকে ধরে রাখেন বা রক্ষা করেন (ইব্রীয় ১ঃ৩)।

যদিও ঈশ্বরের ইচ্ছা বলেই সব কিছু অস্তিত্ব বজায় রাখে, কিন্তু ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টির প্রতিটি অংশকে এর অস্তিত্ব রক্ষার উপযোগী কতিপয় ধর্ম বা গুণাবলী দিয়েছেন। উদাহরণ স্বরূপ, পার্থিব জগতে ভৌত ধর্ম বা গুণাবলী এবং নিয়মের মাধ্যমে তিনি কাজ করেন, সেগুলিকে আমরা অনেক সময় **প্রাকৃতিক নিয়ম** বলে থাকি। বুদ্ধিবৃত্তিক বা মানসিক জগতে তিনি মনের বিভিন্ন গুণাবলী বা ক্ষমতার মাধ্যমে

কাজ করেন ঃ তিনি আমাদের চিন্তা করবার, অনুভব করবার, এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার ক্ষমতা দিয়েছেন। আমাদের সাথে আচার-আচরণে তিনি এই সমস্ত গুণাবলীর মাধ্যমে কাজ করেন। জগৎ রক্ষণাবেক্ষণের কাজে ঈশ্বর সৃষ্টির সময় যা প্রতিষ্ঠা করেছেন তা নষ্ট করেন না। তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তা রক্ষা করেন মাত্র।

১৪। (সঠিক উত্তরগুলি মনোনীত করুন।) ঈশ্বর কর্তৃক তাঁর সৃষ্টি রক্ষার মানে এই যে,

ক) কোন কিছু নষ্ট হলে তা পুনঃস্থাপন করবার ব্যাপারে তিনি সীমাবদ্ধ ক্ষমতার অধিকারী।

খ) তিনি সব কিছু রক্ষার কাজে সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণ করেন।

গ) তাঁর সৃষ্টির প্রতিটি অংশের নিজেকে রক্ষা করবার ক্ষমতা আছে।

ঘ) তিনি তাঁর সৃষ্টির প্রতিটি অংশকে প্রয়োজনীয় ধর্ম বা গুণাবলী দেন এবং এই গুণাবলীর মাধ্যমে তিনি সব কিছুর যত্ন নেন।

ঙ) ঈশ্বরের ইচ্ছা বলেই এই মহা বিশ্বের সব কিছু তাদের অস্তিত্ব রক্ষা করে।

চ) তিনি তাঁর লোকদের যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণের বন্দোবস্ত করেন।

ছ) তিনি শুধুমাত্র ধার্মিক লোকদের রক্ষণাবেক্ষণ করেন।

## ঈশ্বরের দূরদর্শিতা ঃ

লক্ষ্য ৫ ঃ ঈশ্বরের দূরদর্শিতার উদ্দেশ্য, উপাদান এবং ফলগুলির বিভিন্ন উদাহরণ সনাক্ত করতে পারা।

ঈশ্বরের সার্বভৌম শাসনের আর একটি দিক হোল তাঁর **দূরদর্শিতা**। রক্ষণাবেক্ষণের ধারণাটি এর অন্তর্ভুক্ত হলেও তা এর চেয়েও বেশী কিছু। তা ভবিষ্যত ভেবে ব্যবস্থা গ্রহণ করবার, আগে থেকে জানবার বা দেখবার এবং আগেই পরিকল্পনা করবার ব্যাপারে ঈশ্বরের ক্ষমতার কথাও বলে। তা এই ইংগিত করে যে ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টির চরম উদ্দেশ্য পূর্ণ করবার ক্ষমতা রাখেন—এর উদ্দেশ্য হোল যীশু খ্রীষ্টের শাসনাধীনে তাঁর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা। তা ঈশ্বরের সেই

সব কাজের কথা বলে, যার দ্বারা তিনি তাঁর সৃষ্টি রক্ষা করেন এর যত্ন নেন এবং পরিচালনা করেন। তিনি এই সব কাজ কিভাবে করেন তা এক রহস্য; কিন্তু আমাদের সাথে সম্পর্কিত তাঁর দূরদর্শিতার কোন কোন বিষয় আমরা জানি ঃ

১। ঈশ্বর তাঁর সৃষ্ট জগতের সাথে ব্যক্তিগত ভাবে জড়িত।

২। তিনি প্রকৃতি জগতের সব কিছু তাঁর উদ্দেশ্য অনুসারে চালান।

৩। তিনি ভাল-মন্দের মধ্যে কোন একটিকে বেছে নেবার স্বাধীনতা দিয়ে লোকদের দায়িত্বশীল নৈতিক সত্তা হিসেবে কাজ করবার প্রেরণা ও ক্ষমতা দেন।

৪। মানুষ যদি তাঁর দেওয়া পরিত্রাণ গ্রহণ করে তবে ঈশ্বর তাকে সমস্ত আনন্দ ও ঔজ্জ্বল্যে পূর্ণ অনন্ত জীবন দান করেন।

## দূরদর্শিতার উদ্দেশ্য-সমূহ ঃ

ঈশ্বরের দূরদর্শিতাপূর্ণ শাসনের কতিপয় উদ্দেশ্য রয়েছে। তাঁর যে সৃষ্ট জীবেরা তাঁকে ভালবাসে ও তাঁর প্রতি বাধ্য, তাদের সংগে ঈশ্বরের সম্পর্ক এই উদ্দেশ্যগুলির সাথে সংশ্লিষ্ট।

১। ঈশ্বরের শাসন আমাদের যত্ন ও তত্বাবধান করে। বহু শাস্ত্রাংশ দেখায় যে তাঁর প্রজাদের সুখই ঈশ্বরের শাসনের উদ্দেশ্য। গীতসংহিতা ৮৪ ঃ ১১ পদ বলে, যাহারা সিদ্ধতায় চলে, তিনি তাহাদের মঙ্গল করিতে অস্বীকার করিবেন না।" অন্যান্য শাস্ত্রাংশ যেমন প্রেরিত ১৪ ঃ ১৭ এবং রোমীয় ৮ ঃ ২৮ পদ আমাদের জন্য ঈশ্বরের সুখ ও মঙ্গল-ইচ্ছা প্রকাশ করে।

২। ঈশ্বরের শাসন তাঁর প্রজাদের মানসিক ও নৈতিক বিকাশের চেষ্টা করে। সমগ্র ইতিহাসে লোকদের সাথে ঈশ্বরের আচরণের উদ্দেশ্য ছিল তাদের শিক্ষা দেওয়া যেন তারা উপলব্ধি করতে পারে ১) তিনি তাদের কাছে কি চান; ২) তাঁর স্বভাব পবিত্র; ৩) পাপ

তাঁর কাছে একটি অপরাধ ; এবং ৪ ) তিনি পাপের ক্ষমা দেন এবং নিজের সাথে পুনর্মিলিত করেন। আগের কালে তিনি বিবাহ বিচ্ছেদের মত বিষয়গুলি অনুমোদন করেছেন, কারণ তখন লোকেরা অপরিপক্ক ছিল ( বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়নি )। মার্ক ১০ ঃ ৫ পদে এই বিষয় বলা হয়েছে। পুরাতন নিয়মের ব্যবস্থা এবং লেবীয় পদ্ধতির শাসন ছিল বৃদ্ধি প্রক্রিয়ারই অংশ। সেগুলি যিনি জগতের পাপ দূর করেন সেই ঈশ্বরের মেষ শাবকের ( যীশুর ) আত্ম প্রকাশের পথ প্রস্তুত করেছে। লোকদের আত্মিক পরিপক্কতায় নিয়ে যাওয়ার জন্য ঈশ্বরের সমস্ত দূরদর্শিতা ও তত্ত্বাবধানের উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদেরকে তাঁর বিশেষ অধিকার হওয়ার জন্য প্রস্তুত করে তোলা।

৩। ঈশ্বরের শাসনের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁর নিজের গৌরব ( ইফিষীয় ১ ঃ ১১-১৪ )। তাঁর শাসনের মাধ্যমে তাঁর সমস্ত সিদ্ধতা বা পূর্ণতা প্রকাশিত হয়। এর মানে তাঁর ঐশ্বরিক দূরদর্শিতা ও তত্ত্বাবধান আমাদের কাছে তাঁর সত্তার গুণাবলী প্রকাশ করে। উদাহরণ স্বরূপ, তাঁর সৃষ্ট জীবদের জন্য তাঁর ব্যবস্থা বিশেষ করে তাঁর পুত্রের মাধ্যমে তাদের উদ্ধারের বন্দোবস্ত করবার মধ্যে তাঁর **ভালবাসা** প্রকাশিত হয়েছে। প্রাকৃতিক নিয়মগুলির মধ্যে, এবং তাঁর বাক্য অর্থাৎ বাইবেলে বিশ্বস্ত ভাবে তাঁর প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করবার মধ্যে আমরা তাঁর **সত্য** দেখতে পাই। পাপের প্রতি তাঁর ঘৃণার মধ্যে তাঁর **পবিত্রতা** এবং **ধার্মিকতা** প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর সৃষ্টি-কাজ, উদ্ধার-কাজ এবং দূরদর্শিতার মধ্যে তাঁর ক্ষমতা প্রকাশিত হয়েছে। এবং যে পথে তিনি তাঁর উদ্দেশ্য সাধন করেন তার মধ্যে তাঁর **প্রজ্ঞা** প্রকাশিত হয়েছে। আমরা আমাদের মহান সৃষ্টিকর্তার বিস্ময় উপলব্ধি করে তাঁকে সম্মান ও গৌরব দান করি।

১৫। নীচের কোন্‌টি ঈশ্বরের **দূরদর্শিতা** কথাটির সঠিক সংজ্ঞা দান করে? তা হোল—

ক) সব কিছু রক্ষা করা, যার দ্বারা ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টির প্রতিটি অংশকে তাঁর উপর নির্ভরশীল না থেকে নিজ নিজ প্রয়োজন পূরণের সামর্থ দান করেন।

খ) ঈশ্বরের শাসন, যার দ্বারা তিনি তাঁর সৃষ্টি রক্ষা, তত্ত্বাবধান এবং পরিচালনা করেন এবং এইভাবে একে তাঁর অনন্ত রাজ্যের জন্য প্রস্তুত করেন।

১৬। বাম পাশের বিবৃতিগুলি দূরদর্শিতার কোন্ উদ্দেশ্য (ডান পাশে) বর্ণনা করে তা দেখান।

…ক) ঈশ্বর সব কিছুতে লোকদের মঙ্গলের জন্য কাজ করেন।

.. খ) ঈশ্বর নিজের বিষয়ে এবং তিনি তাদের কাছে যা চান সে বিষয়ে লোকদের শিক্ষা দেন যেন তারা তাঁর বিশেষ অধিকার স্বরূপ হয়।

…গ) ঈশ্বর তাঁর সত্তার যে বিভিন্ন গুণাবলী প্রদর্শণ করেন তা এই বিষয়টি প্রকাশ করে।

১। ঈশ্বরের গৌরব।

২। লোকদের মানসিক ও নৈতিক বিকাশ।

৩। লোকদের সুখ।

## দূরদর্শিতার বিভিন্ন উপাদান ঃ

দূরদর্শিতার বিভিন্ন উপাদানগুলি কি কি? বহু বাইবেল পণ্ডিতের মতে ঈশ্বরের দূরদর্শিতার তিনটি দিক আছে। অবশ্য তারা স্বীকার করেন যে এদের মধ্যে কিছুটা অধিক্রমণ (একটির দ্বারা অন্যটি অংশতঃ আবৃত—এইরূপ অবস্থা) ঘটে থাকে, আর ঈশ্বরের কাজে এই তিনটি দিক কখনোই পৃথক নয়। এগুলি হোল **রক্ষা করা, ঐক্যমত,** এবং **নিয়ন্ত্রণ।**

১। **রক্ষা করা।** আমরা ইতিমধ্যেই সব কিছুর উপরে তাঁর সার্বভৌম শাসনের অংশ হিসেবে ঈশ্বরের দ্বারা বিশ্ব-জগতকে ধরে রাখা বা রক্ষা করা সম্পর্কে আলোচনা করেছি। ঈশ্বর সক্রিয় ভাবে

তাঁর সৃষ্টি রক্ষার কাজে নিয়োজিত। ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট সব কিছুই সম্পূর্ণরূপে তাঁর উপরে নির্ভরশীল। তথাপি তিনি তাঁর সৃষ্টির প্রতিটি অংশকে এর বেঁচে থাকবার জন্য প্রয়োজনীয় ধর্ম বা গুণাবলী দিয়েছেন। আদি ১ ঃ ২৪-২৫ পদ এই ইংগিত করে যে ঈশ্বর প্রতিটি জীবকে এর একান্ত নিজস্ব কতিপয় বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। প্রত্যেকে নিজ নিজ জাতি অনুসারে বৃদ্ধি পায়, বিকশিত হয়, পরিপক্ক হয় এবং বংশ উৎপাদন করে।

২। **ঐকমত্য**। ঐকমত্য কথাটির মানে "মতৈক্য, সহযোগিতা, বা সম্মতি।" তা এই ধারণা দেয় যে, ঈশ্বরের সম্মতি ছাড়া বস্তু বা মনের কোন কাজই সাধিত হতে পারে না, এবং তাঁর শক্তি তাঁর অধীনস্থ শক্তিসমূহের সাথে সহযোগিতা করে। প্রেরিত ১৭ ঃ ২৮ এবং ১ করিন্থীয় ১২ ঃ ৬ পদে প্রেরিত পৌল ইংগিত করেছেন যে ঈশ্বরের **ঐকমত্য** ছাড়া কোন শক্তি বা ব্যক্তিই অস্তিত্ব রক্ষা করতে বা কাজ করতে পারে না। এইরূপে, মানুষের ক্ষমতা ধ্বংস না করে বা মানুষকে তাঁর স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত না করেও তার উপরে ঈশ্বরের ক্ষমতার এক শক্তিশালী প্রভাব বর্তমান। ঈশ্বর মানুষের দেহ ও মনের স্বাভাবিক ক্ষমতা রক্ষা করেন বলেই মানুষ তার বিভিন্ন স্বাভাবিক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে সেগুলি বজায় রাখতে ও ব্যবহার করতে পারে।

ঈশ্বরই যেহেতু মানুষের অস্তিত্বের ভিত্তিমূল, তাই আমরা বলতে পারিনা যে মানুষের অংশ ঈশ্বরের অংশের সমান। এখানে আমরা আবারও এক গভীর রহস্য দেখতে পাই; ঈশ্বর মানুষকে বিভিন্ন স্বাভাবিক ক্ষমতা দিয়েছেন যেগুলিকে ভাল অথবা মন্দের জন্য ব্যবহার করা হতে পারে। এই স্বাভাবিক ক্ষমতাগুলিকে মন্দ পথে ব্যবহার করা হলে সেজন্য মানুষ একাই দায়ী, কারণ ঈশ্বর মানুষকে মন্দ কাজে চালিত করেন না ( যিরমিয় ৪৪ ঃ ৪ এবং যাকোব ১ ঃ ১৩-১৪ )। মানুষকে বিভিন্ন স্বাভাবিক ক্ষমতা দেওয়ার মাধ্যমে ঈশ্বর মানুষের কাজ-কর্মে ঐক্যমত হন, কিন্তু মানুষই এই স্বাভাবিক ক্ষমতাগুলিকে মন্দ পথে চালিত করে। ঐকমত্যের একটি উদাহরণ হলেন যোষেফ

( আদি ৪৫ ঃ ৫ ; ৫০ ঃ ২০ )। এখানে আমরা দেখি যে যোষেফের ভাইয়েরা তাদের স্বাভাবিক ক্ষমতাকে মন্দ কাজে ব্যবহার করলেও ঈশ্বর তাঁর ক্ষমতাবলে ঐ কাজকে ভালর উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছিলেন। তিনি তাদের কাজে সম্মতি দিয়েছিলেন বা তা ঘটতে দিয়েছিলেন, কিন্তু এর মাধ্যমে তাঁর উদ্দেশ্য অনুযায়ীই কাজ করেছিলেন।

প্রেরিত পৌল বলেন, "ঈশ্বর তাঁর বিচার-বুদ্ধি অনুসারে নিজের ইচ্ছামতই সব কাজ করেন" ( ইফিষীয় ১ ঃ ১১ )। তিনি আবারও বলেন যে ঈশ্বর আমাদের অন্তরে এমন ভাবে কাজ করেন যেন "যে কাজে তিনি সন্তুষ্ট হন, সেই রকম কাজ করবার ইচ্ছা ও ক্ষমতা" আমাদের হয় ( ফিলিপীয় ২ ঃ ১৩ )। তিনি বিভিন্ন জীবন পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাদের গভীর উপলব্ধি দেন ও তাঁর পবিত্র আত্মা দ্বারা পথ নির্দেশ দান করেন। তিনি ব্যর্থতার পরিণতি সম্পর্কে আমাদের সতর্ক করেন এবং কোমল ভাবে আমাদের মিনতি করেন। জোর পূর্বক আমাদের উপরে তাঁর ইচ্ছা চাপিয়ে দেওয়ার দ্বারা তিনি আমাদের স্বাধীনতাকে উপহাস্পদ করেন না। পরিত্রাণের অভিজ্ঞতায় তিনি আমাদের হৃদয় দুয়ারের বাইরে দাঁড়িয়ে কড়া নাড়বার মাধ্যমে তাঁর সুন্দর কাজ আরম্ভ করেন, কিন্তু দরজা আমাদেরই খুলে দিতে হবে ( প্রকাশিত বাক্য ৩ ঃ ২০ )। তখন পবিত্র আত্মা আমাদের অন্তরে বাস করতে আসেন। আমরা যতদিন তাঁর পরিচালনার বশীভূত থাকি ততদিন তিনি আমাদের জীবন নিয়ন্ত্রণ করেন। তাঁর প্রতি আমাদের ভালবাসা এবং তাঁর হাতে আমাদের জীবনের নিয়ন্ত্রণ ভার তুলে দেওয়ার ভিত্তিতেই প্রভু হিসেবে তাঁর সাথে আমাদের সম্পর্ক বজায় থাকে।

৩। **নিয়ন্ত্রণ**। এই বিষয়টি তাঁর ঐশ্বরিক উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে ঈশ্বরের শাসনমূলক কার্যাবলীর প্রতি ইংগিত করে। আমরা যেমন দেখেছি, ঈশ্বর তাঁর প্রতিষ্ঠিত নিয়মের মাধ্যমে প্রাকৃতিক জগতকে নিয়ন্ত্রণ করেন। তিনি মনের বিভিন্ন ধর্ম বা গুণাবলী এবং পবিত্র আত্মার কাজের মাধ্যমে লোকদের নিয়ন্ত্রণ করেন। এই কাজে তিনি বিভিন্ন পরিস্থিতি, প্রেরণা, শিক্ষা-নির্দেশ, যুক্তি পরামর্শ এবং

দৃষ্টান্ত ইত্যাদি সব রকম প্রভাব ব্যবহার করেন। তিনি মানুষের বুদ্ধি, আবেগ এবং ইচ্ছাকে প্রভাবিত করবার জন্য সরাসরি পবিত্র আত্মার মাধ্যমে কাজ করেন।

ঈশ্বর কমপক্ষে চারটি পথে নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। এই পথগুলি বুঝতে পারলে তা আমাদেরকে তাঁর ঐশ্বরিক পরিকল্পনা সাধনে ঈশ্বরের পুরোপুরি সার্বভৌম ইচ্ছা, এবং স্বাধীন কাজে মানুষের ইচ্ছার মধ্যে কি সম্পর্ক তা বুঝতে সাহায্য করবে।

ক) অনেক সময় ঈশ্বর, মানুষ যা করতে স্থির করেছে তা থেকে তাকে নিবৃত্ত করবার জন্য **কিছুই করেন না**। এর মানে এই নয় যে, কোন ব্যক্তি যখন পাপ করে তখন ঈশ্বর তা অনুমোদন করেন,—কিন্তু আসলে তিনি তা নিবারণ করার জন্য তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগ করেন না। প্রেরিত ১৪ ঃ ১৫-১৬ এবং গীতসংহিতা ৮১ ঃ ১২-১৩ পদে এর উদাহরণ দেওয়া হয়েছে।

খ) অনেক সময় মানুষকে পাপ না করতে প্রভাবিত করবার দ্বারা ঈশ্বর তাদের পাপ করা থেকে **নিবৃত্ত করেন**। এর উদাহরণ আদি ২০ ঃ ৬, ৩১ ঃ ২৪ এবং হোশেয় ২ ঃ ৬ পদ। গীতসংহিতা ১৯ ঃ ১৩ পদে গীত রচয়িতা এই প্রকার সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করেছেন, "দুঃসাহসজণিত পাপ হইতেও নিজ দাসকে পৃথক রাখ।"

গ) অনেক সময়, ঐশ্বরিক **পরিচালনাধীনে** ঈশ্বর তাঁর **ক্ষমতা-বলে মন্দ লোকদের কাজকে বাতিল করে** দিয়ে সেগুলিকে উত্তম ফল অর্জনের জন্য ব্যবহার করেন। যোষেফের জীবনে আমরা আগে আর একটি উদাহরণ উল্লেখ করেছি। তার ভাইয়েরা পাপ করেছিল, কিন্তু ঈশ্বর তা ভাল উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছিলেন।

ঘ) পরিশেষে, ঈশ্বর অনেক সময় পাপ ও অধার্মিকতাকে **সীমাবদ্ধ করতে সংকল্প নেন**। ইয়োব ১ ঃ ১২ এবং ২ ঃ ৬ পদ এই ইংগিত করে যে ঈশ্বর শয়তানের কার্যাবলীর সীমা নির্দিষ্ট করে

দিয়েছেন। ১ করিন্থীয় ১০ ঃ ১৩ পদে প্রেরিত পৌল বলেন যে, ঈশ্বর খ্রীষ্টিয়ানদের উপরে পরীক্ষা ও দুঃখ-কষ্টের ও সীমা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।

ঈশ্বরের দূরদর্শিতা আমাদের এই ধারণা দান করে যে, ঈশ্বর ভালবাসার সাথে সব কিছুর উপরে শাসন করেন। প্রেরিতের কথা-গুলির মধ্যে আমরা এই ভালবাসার সর্ব শ্রেষ্ঠ প্রকাশ দেখতে পাই ঃ "আমরা জানি যারা ঈশ্বরকে ভালবাসে, অর্থাৎ ঈশ্বর নিজের উদ্দেশ্য-মত যাদের ডেকেছেন, তাদের মঙ্গলের জন্য সব কিছুই এক সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে" ( রোমীয় ৮ ঃ ২৮ )।

১৭। বাম পাশের বিবৃতিগুলি কোন্‌টি দূরদর্শিতার কোন্ উপাদান ( ডান পাশে ) বর্ণনা করে দেখান।

...ক) ঈশ্বর তাঁর অধীনস্থ শক্তিসমূহের সঙ্গে সহ-যোগিতা করেন, কিন্তু এই শক্তিগুলিকে তাদের নিজ নিজ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে দিলেও তিনি স্বয়ং তাদেরকে মন্দ কাজে চালিত করেন না।

১। রক্ষা করা।
২। ঐকমত্য।
৩। নিয়ন্ত্রণ।

...খ) ঈশ্বর এমন এক পথে শাসন করেন যা তাঁর পবিত্র উদ্দেশ্যগুলি সাধন করবে। এর মানে এই যে অনেক সময় তিনি কিছুই করেন না, অনেক সময় নিবারণ করেন, অন্য কোন কোন সময়ে ক্ষমতাবলে বাতিল বা পরিবর্তন করেন, আবার কখনো বা মন্দ কাজকে সীমাবদ্ধ করেন।

.. গ) ঈশ্বর তাঁর সৃষ্ট জীবদের বিভিন্ন স্বাভাবিক ধর্ম বা গুণাবলী দিয়েছেন যেগুলির মাধ্যমে তিনি তাদের রক্ষার ব্যবস্থা করেন। তাঁর সৃষ্ট সব কিছুই তাদের অস্তিত্বের জন্য সম্পূর্ণ-রূপে তাঁর উপরে নির্ভরশীল।

## দূরদর্শিতার বিভিন্ন ফল ঃ

দূরদর্শিতা কিভাবে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে প্রভাবিত করে? বহু শাস্ত্রাংশে ধার্মিকের সমৃদ্ধি সম্পর্কে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার কথা বলা হয়েছে (লেবীয় ২৬ ঃ ৩-১৩ এবং দ্বিঃ বিঃ ২৮ ঃ ১-১৪ পদ দেখুন)। আর তিনি তাঁর নিজ লোকদের আশীর্বাদ করেন—তাঁর আশীর্বাদ এতই অসংখ্য যে তা উল্লেখ করা যায় না।

কিন্তু ধার্মিকের মনে প্রায়ই প্রশ্ন জাগে, "দুষ্টরাও কেন সমৃদ্ধি লাভ করে? তারা কেন শাস্তি থেকে রেহাই পায়?" গীত রচয়িতা বলেন যে ১) তাদের সমৃদ্ধি ক্ষণস্থায়ী, এবং ২) ঈশ্বর শেষে তাদের অধার্মিকতার বিচার করবেন (গীতসংহিতা ৩৭ ঃ ১৬-২২; ৭৩ ঃ ১-২৮; মালাখি ৩ ঃ ১৩-৪ ঃ ৩ পদও দেখুন)।

সুতরাং কেহ যখন আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, "ঈশ্বর কেন এই সমস্ত পাপাচার বন্ধ করেন না?" তখন পূর্ণ প্রত্যয়ের সাথে আপনি উত্তর দিতে পারেন, "অপেক্ষা করুন, এই নাটকের শেষ অঙ্কটা দেখুন। ঈশ্বর ইতিমধ্যেই স্বার্থপরতা, হতাশা, বিদ্রোহ এবং দুর্নীতি দূর করবার জন্য তাঁর পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ করেছেন। যারা তাঁকে ভালবাসে তাঁর অনন্ত পরিকল্পনায় তাদের জন্য রয়েছে আশীর্বাদ ও সমৃদ্ধি।" ইত্যাবসরে, ঈশ্বর দুষ্টদের মন পরিবর্তনের সুযোগ দেবার জন্য বিচারে বিলম্ব করছেন (রোমীয় ২ ঃ ৪; ২ পিতর ৩ ঃ ৯)।

খ্রীষ্টিয়ানেরা প্রায়ই আরও যে একটি প্রশ্ন তোলেন, তা হোল, "ঈশ্বর যদি এই জীবনের সমস্ত ঘটনাবলী পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখেন, তাহলে বিশ্বাসীদের এত দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয় কেন?" বাইবেলে এর কতিপয় কারণ প্রকাশ করা হয়েছে ঃ

১। বিশ্বাসীর আত্মিক উন্নতি সাধনের জন্য তার উপরে দুঃখ-কষ্ট আসতে দেওয়া হতে পারে (গীতসংহিতা ৯৪ ঃ ১২; ইব্রীয় ১২ ঃ ৫-১৩)।

২। কঠিন পরিস্থিতি ও দুঃখ-কষ্ট সেবার বৃহত্তর ক্ষেত্রের জন্য প্রস্তুতির পরীক্ষা স্বরূপ হতে পারে ( ১ করিন্থীয় ১৬ ঃ ৯ ; যাকোব ১ ঃ ২-১২ )।

৩। আমরা যদি সঠিক পথে সাড়া দান করি, তাহলে আমাদের যাতনা ভোগের মাধ্যমেও ঈশ্বরের গৌরব হবে ( ইয়োব ১, ২, এবং ৪২ অধ্যায় দেখুন )।

৪। দুঃখ-কষ্ট মণ্ডলীর আহ্বানেরই একটি অংশ ( যোহন ১৫ ঃ ১৮ ; ১৬ ঃ ৩৩ ; প্রেরিত ১৪ ঃ ২২ ; ১ পিতর ৪ ঃ ১২-১৯ )।

যেহেতু ঈশ্বর অনেক সময় লোকদের ব্যাপারে সক্রিয় হস্তক্ষেপ করেন, তাই আমরা জানি যে, প্রার্থনার মাধ্যমে আমরা অন্য লোকদের জীবনে এক ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করতে পারি। মোশি ঈশ্বরকে মিনতি করেছিলেন বলে ইস্রায়েল জাতিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা হয়েছিল। এলীয়ের প্রার্থনার ফলে রাজ-প্রাসাদ আলোড়িত হয়েছিল। পুরাতন ও নূতন এই উভয় নিয়মেই লোকদের প্রার্থনার ফলে ঈশ্বরের হস্তক্ষেপের বহু উদাহরণ আছে। লোকদের প্রার্থনার প্রত্যক্ষ উত্তর হিসেবে ঈশ্বর কোন কিছু করেছেন। অন্য অনেক বিষয় তিনি কারও প্রার্থনা ছাড়াই করেন। আবার অনেক সময় তিনি এমন সব কাজ করেন যেগুলি আমাদের প্রার্থনার ঠিক বিপরীত বলে মনে হয়, এর কারণ তিনি তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতায় আমাদের বৃহত্তর মঙ্গলের উদ্দেশ্যে তিনি কাজ করেন। হেনরী সি, থিয়েসেন এ সম্পর্কে তার উপসংহারে বলেছেন, "প্রার্থনার দ্বারা আমরা যে সব জিনিষ পেতে পারি আমরা যদি সেগুলির জন্য প্রার্থনা না করি, তাহলে আমরা সেগুলি পাই না। তিনি যদি এমন কিছু করতে চান যে জন্য কেউ প্রার্থনা করেনি, তাহলে তিনি কারও প্রার্থনা ছাড়াই তিনি সেগুলি করবেন। আমরা যদি এমন কোন জিনিষের জন্য প্রার্থনা করি যেগুলি তাঁর ইচ্ছা-বিরুদ্ধ, তাহলে তিনি সেগুলি মঞ্জুর করেন না। এইরূপে, তাঁর উদ্দেশ্য এবং দূরদর্শিতা, এবং মানুষের স্বাধীনতার মধ্যে এক পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য ( বা সঙ্গতি ) বিদ্যমান।" ( ১৯৭৯, পৃঃ ১২৯ )।

সুতরাং, আমরা যেমন দেখলাম, এই পাপময় পৃথিবীতে বাস করবার ফলে খ্রীষ্টিয়ানদেরও অনেক সময় দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয়। সব কিছুর নিয়ন্তা ঈশ্বর সব সময় দুষ্ট লোকদেরকে তাদের মন্দ কাজ থেকে নিবৃত্ত করেন না। ন-খ্রীষ্টিয়ানদের মত খ্রীষ্টিয়ানরাও দুর্ঘটনা বা অসতর্কতার শিকার হতে পারেন। ঈশ্বর সাধারণতঃ স্বাভাবিক প্রাকৃতিক নিয়ম অথবা আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন না। প্রত্যেকেই এমন এক জগতে বাস করে যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তিকে বিভিন্ন দুর্ঘটনা ও পরিশেষে মৃত্যুর সম্মুখীন হতে হয়। আমাদের লক্ষ্য জীবন সম্পর্কে আমাদের ধারণা পূর্ণ করা নয়, কিন্তু ঈশ্বরের গৌরবজনক পথে জীবন যাপন করা। আমাদের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসা কখনও পরিবর্তিত হয় না, আর তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, আমরা যদি তাঁকে ভালবাসি তাহলে তিনি সব কিছুতে আমাদের মঙ্গল করবেন। এই জ্ঞানের বলে আমরা, তিনি আমাদের উপরে যে সকল ঘটনা পরিস্থিতি আনেন, ঘটতে দেন, স্থির করেন বা প্রতিরোধ করেন, কোন একদিন সেগুলির কারণ তাঁর মতই পরিষ্কার ভাবে বুঝতে পারব—এই বিশ্বাসে আমাদের সার্বভৌম ঈশ্বরের হাতে আমরা নিজেদের সঁপে দিতে পারি।

১৮। এখন আমরা এই অংশের শুরুতে যে প্রশ্নটি উল্লেখ করেছি আপনার নিজের কথায় সেটির উত্তর লিখুন ঃ ঈশ্বর কিভাবে একটি নিষ্পাপ ছোট শিশুর হত্যাকাণ্ড ঘটতে দিতে পারেন? উত্তর আপনার নোট খাতায় লিখুন।

১৯। নীচের শাস্ত্রাংশগুলি পাঠ করুন এবং উক্ত বিবৃতি যদি লোকদের প্রতি আচরণে ঈশ্বরের দূরদর্শিতা ও তত্ত্বাবধানের উদাহরণ হয় তবে পাশের খালি জায়গায় (১) লিখুন। আর তা যদি মানুষের ব্যক্তিগত পছন্দের ব্যাপার হয় যার মধ্যে ঈশ্বরের কোন হাত নেই, তাহলে (২) লিখুন।

.....ক) বিচারকর্তৃগণ ১৫ ঃ ১৬-১৯ ঃ ক্লান্ত শিম্‌শোনের জন্য জলের ব্যবস্থা।

..... খ ) প্রেরিত ২৪ ঃ ২৪-২৬ ঃ ফীলিক্স সুসমাচার গ্রহণের জন্য একটি সিদ্ধান্ত মুলতবী রাখেন।

... গ ) দানিয়েল ২ ঃ ১০-২৩ ঃ দানিয়েলের কাছে ঈশ্বরের প্রকাশ।

..... ঘ ) আদি ২২ ঃ ১৩ ঃ ঝোঁপের মধ্যে আটকা পড়া মেষ।

..... ঙ ) বিচারকর্তৃগণ ১১ ঃ ১৩-৩৬ ঃ যিপ্তহ ঈশ্বরের কাছে একটি মূর্খতাপূর্ণ মানত করেন।

২০। নীচের প্রতিটি পরিস্থিতিতে ঈশ্বরের সার্বভৌম এবং দূরদর্শিতাপূর্ণ শাসনের ফলগুলি ব্যাখ্যা করুন। এই পাঠে প্রদত্ত নীতিমালার উপর ভিত্তি করে আপনার উত্তর দিন। এজন্য আপনার নোট খাতা ব্যবহার করুন।

ক ) জন এমন একটি স্থানে প্রচারের কাজ করতেন যার কাছেই ছিল অসভ্য দুর্বৃত্ত দলের আস্তানা। তিনি বিশ্বস্ত ভাবে ঐ অঞ্চলে তার কাজ সম্পাদন করেছেন, কিন্তু শেষে একদল দুর্বৃত্ত তাকে পিটিয়ে মেরে ফেলে। তাঁর মৃত্যু ঐ অঞ্চলে আলোড়নের সৃষ্টি করে। কিন্তু তার প্রতিষ্ঠিত দৃষ্টান্তের ফলে বহু বিপথগামী যুবক-যুবতী খ্রীষ্টকে জানতে পারে।

খ ) রবার্ট ক্যান্সার রোগে মারা যাচ্ছিল, কিন্তু বন্ধুদের প্রার্থনার ফলে সে অলৌকিক ভাবে আরোগ্য লাভ করে।

গ ) জেম্‌স তার বন্ধুদের সাথে একটি বিপদজনক পর্বতে আরোহণ করতে গিয়ে পড়ে গিয়ে তার দুই পা-ই ভেঙ্গে ফেলে।

ঘ ) শিমোনী গীর্জা থেকে বাড়ী ফেরার পথে আক্রান্ত হন এবং তাকে খুব মার ধোর করা হয়। এই অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তিনি লোকদের খ্রীষ্টের পথে আনবার প্রচেষ্টা আরও বাড়িয়ে দেন।

ঙ ) রেমণ্ড নামে একটি প্রতিভাবান বালক রাস্তার পার্শ্ববর্তী একটি রেস্তোরা থেকে দৌড়ে বের হতে গিয়ে একটি দ্রুত ধাবমান গাড়ীর সামনে পড়ে এবং তার মৃত্যু ঘটে।

চ ) হেন্‌রী তার নিজের স্বার্থে জীবন যাপন করে, সে তার ব্যবসায়ে অসদুপায় অবলম্বন করে, কিন্তু তবুও সব কাজেই সাফল্য লাভ করে।

ছ ) কোন একজন মিশনারী বিমান বন্দরে যাওয়ার পথে তার গাড়ীর চাকা অকেজো হয়ে যায় এবং তিনি প্লেন ধরতে ব্যর্থ হন। পরে তিনি জানতে পারলেন যে ঐ প্লেনটি ধ্বংস হয়েছে এবং সকল যাত্রীর মৃত্যু ঘটেছে।

## পরীক্ষা

**সত্য-মিথ্যা।** প্রতিটি সত্য উক্তির পাশে স এবং প্রতিটি মিথ্যা উক্তির পাশে মি লিখুন।

··· ১। পবিত্রতা ঈশ্বরের এমন একটি বৈশিষ্ট্য যা তাঁর সব কিছুর সিদ্ধতা বা নিখুঁতত্ব প্রকাশ করে।

··· ২। ঈশ্বর যেহেতু অসীম পবিত্র এবং মানুষ পাপী তাই তাদের মধ্যকার সম্পর্ক নৈর্ব্যক্তিক।

··· ৩। ঈশ্বরের পবিত্রতা যা কিছু পাপ-পূর্ণ তা থেকে বিচ্ছিন্নতা দাবি করলেও তিনি তাঁর করুণা ও ভালবাসার দ্বারা চালিত হয়ে একটি বলি উৎসর্গের মাধ্যমে এই বিচ্ছিন্নতা দূর করবার বন্দোবস্ত করেছেন।

··· ৪। তিনি কি "বলেন" তারই মধ্যে ঈশ্বরের ভালবাসার সর্বোত্তম প্রকাশ ঘটে।

··· ৫। কোন ব্যক্তি কি করে তার দ্বারাই ভালবাসার মূল্য প্রমাণিত হয়, অর্থাৎ কোন ব্যক্তির কাজই তার ভালবাসা প্রকাশ করে।

·· ৬। কোন ব্যক্তি যদি সত্য সত্যই ঈশ্বরকে ভালবাসে তাহলে সে তার বাধ্যতার দ্বারা তা দেখাবে।

··· ৭। ঈশ্বরের একটি কাজ হিসেবে সৃষ্টির একমাত্র গুরুত্ব হচ্ছে তা ঈশ্বরের ক্ষমতার মহিমা দেখায়। তা সৃষ্ট জীবদের কাছ থেকে কোনরূপ সাড়া দাবি করে না।

··· ৮। ঈশ্বরের সার্বভৌম শাসনের মানে তিনি বাইরের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত এবং তিনি যা খুশি তাই করতে পারেন।

…৯। আমরা যখন ঈশ্বরের দ্বারা মহাবিশ্বকে রক্ষা করবার কথা বলি তখন আমরা বুঝি যে, তিনি যা সৃষ্টি করেছেন সক্রিয় ভাবে তা রক্ষার কাজে নিয়োজিত আছেন।

…১০। দূরদর্শিতা ঈশ্বরের দ্বারা সব কিছু আগে থেকে দেখবার এবং সৃষ্টিকে তাঁর দ্বারা স্থিরীকৃত লক্ষ্যের দিকে, অর্থাৎ যীশু খ্রীষ্টের অধীনে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠার অভিমুখে চালিত করবার ক্ষমতার কথা বলে।

…১১। তিনি কখনো কখনো পাপ ও অধার্মিকতার উপরে এবং খ্রীষ্টিয়ানদের দুঃখ-কষ্ট ও পরীক্ষার উপরে সীমা আরোপ করেন—এই ধারণাটি ঈশ্বরের দ্বারা সব কিছু **নিয়ন্ত্রণের** অন্তর্ভুক্ত।

…১২। প্রার্থনা এমন একটি কাজ যা আমাদেরকে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে আনে, কিন্তু তা তাঁর সার্বভৌম কার্যাবলীকে প্রভাবিত করতে পারে না।

…১৩। ঈশ্বর প্রাকৃতিক নিয়ম প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং মানুষকে পছন্দ-অপছন্দ করবার স্বাধীনতা দিয়েছেন, তিনি তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই উপায়গুলিকে ব্যবহার করেন।

…১৪। এই নীতিটি ও ঈশ্বরের দূরদর্শিতা ও তাঁর তত্ত্বাবধানের অংশ যে, এই জগতে খ্রীষ্টিয়ানদের অবশ্যই কষ্ট-ভোগ করতে হবে, কিন্তু পাপী লোকেরা এখানে সমৃদ্ধি লাভের আশা করতে পারে।

## শিক্ষামূলক প্রশ্নাবলীর উত্তর ঃ

১০। এই শাস্ত্রাংশগুলিতে যীশু তাঁর শিষ্যদেরকে প্রতিটি জীবনের কাছে ঈশ্বরের ভালবাসার সংবাদ বয়ে নিতে বলেছেন। ঈশ্বর তাঁর ভালবাসার কথা অন্যদের বলবার জন্য আমাদের মনোনীত করেছেন।

১। ক) পবিত্র। খ) পৃথক। গ) পাপের ভয়াবহতা।

১১। খ ) লোকদের সাথে তাঁর সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাঁর মঙ্গলভাব. করুণা,.....

২। গ ) আমাদের ত্রাণকর্তা যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা।

১২। আপনার উত্তর। ( বহু সমাজে সৃষ্টি সম্বন্ধে, জীবন-মৃত্যুর অর্থ সম্বন্ধে এবং বিচার সম্বন্ধে বিরাট অনিশ্চয়তা রয়েছে। অপর কোন ধারণাই বাইবেলের ধারণা মত যুক্তি সংগত ও সান্ত্বনাদায়ক নয়। )

৩। আপনার উত্তর এই ধরনের হওয়া আবশ্যক ঃ তিনি চান আমি পবিত্র হই। তিনি চান আমি তাঁর পবিত্রতার অংশী হই।

১৩। ক-সত্য। খ-সত্য। গ-মিথ্যা। ঘ-সত্য। ঙ-মিথ্যা। ( কোন ব্যক্তি যখন যীশুকে তার ত্রাণকর্তা বলে গ্রহণ করে তখন যে আত্মিক সৃষ্টি সাধিত হয়, তার মধ্যেও ঈশ্বরের সৃষ্টি কাজ অব্যাহত থাকে। )

৪। আপনাকে বলতে হবে, 'শমরীয় ব্যক্তির মধ্যে,' কারণ যা করা ঠিক তিনি তা-ই করেছেন। তিনি তার নীতিকে জীবনে প্রয়োগ করেছেন।

১৪। খ), ঘ), ঙ) এবং চ) এর উত্তরগুলি নির্ভুল।

১৫। খ) ঈশ্বরের শাসন, যার দ্বারা তিনি তার সৃষ্টি রক্ষা,.....

৬। ক, গ, ঙ, এবং চ সত্য।

৫। খ) আমাদের দাবি ন্যায্য হবে,.....

১৬। ক ৩) লোকদের সুখ।
খ ২) লোকদের মানসিক ও নৈতিক বিকাশ।
গ ১) ঈশ্বরের গৌরব।

৮। ঈশ্বরের প্রতি বাধ্যতা এবং অন্য লোকদের প্রতি আমাদের ভালবাসার দ্বারা আমরা ঈশ্বরের প্রতি আমাদের ভালবাসা দেখাই। ( আমরা এখানে স্পষ্টই দেখতে পাই যে ভালবাসা একটি সক্রিয় শক্তি। )

১৭। ক ২) ঐকমত্য। খ ৩) নিয়ন্ত্রণ। গ ১) রক্ষা করা।

৭। তাঁর লোকদের কিছু দেবার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের ভালবাসা প্রকাশিত হয়েছে।

১৮। আপনার উত্তর। আমি দেখাতাম যে ঈশ্বর মানুষকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা দিয়েছেন; তাই সে ইচ্ছা করলে পাপ পথ বেছে নিতে পারে। এইরূপ ঘটলে নির্দোষ ব্যক্তিকে ও দোষী ব্যক্তির মত কষ্ট ভোগ করতে হয়। বাইবেল আমাদের বলে যে পরিশেষে ঈশ্বর দুষ্টদের বিচার করে তাদের পাপ কাজের শাস্তি দেবেন।

১৯। ক ১) ঈশ্বরের দূরদর্শিতা।
খ ২) মানুষের ব্যক্তিগত পছন্দ।
গ ১) ঈশ্বরের দূরদর্শিতা।
ঘ ১) ঈশ্বরের দূরদর্শিতা।
ঙ ২) মানুষের ব্যক্তিগত পছন্দ।

৯। ১ম পদ ঃ প্রজ্ঞা এবং সর্বশক্তিমত্তা ( স্বাভাবিক ) এবং ভালবাসা নৈতিক।
২য় পদ ঃ সর্বশক্তিমত্তা এবং সর্বত্র বিদ্যমানতা ( স্বাভাবিক ) এবং ভালবাসা ( নৈতিক )।
৩য় পদ ঃ পবিত্রতা ( নৈতিক )।
৪র্থ পদ ঃ ভালবাসা ( নৈতিক )।

২০। ক) এর উদাহরণটিতে দুটি মূল নীতির প্রতিফলন ঘটেছে ঃ এই পাপময় জগতে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে জীবন যাপন করতে গিয়ে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হতে পারে; অনেক সময় ঈশ্বর দুষ্ট লোকদের কাজকে মঙ্গলজনক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেন। খ) এর উদাহরণটি দেখায় যে প্রার্থনার প্রত্যক্ষ উত্তর হিসেবে ঈশ্বর কোন কিছু করেন, আর এর উদ্দেশ্য হোল তাঁর নিজের গৌরব। গ) এবং ঙ) এর উদাহরণগুলি প্রকাশ করে যে, সকল মানুষই প্রাকৃতিক নিয়ম এবং এই জীবনের বিভিন্ন বিপদ-আপদের

অধীন। ঘ) এর উদাহরণটি দেখায় যে, অনেক সময় দুঃখ-কষ্ট কোন ব্যক্তিকে ঈশ্বরের বৃহত্তর সেবার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করে তোলে, এবং তা তাঁর গৌরব আনয়ন করতে পারে। চ) এর উদাহরণটি দেখায় যে, এমন কি ন-খ্রীষ্টিয়ানেরাও ঈশ্বরের অনুগ্রহ থেকে উপকৃত হতে পারে। কিন্তু হেন্‌রী যদি ঈশ্বরের কাছে তার জীবন সঁপে না দেয়, তাহলে সে ঈশ্বরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় তার পরকাল যাপন করবে, আর তার মন্দ কাজের জন্য তার বিচার হবে। ছ) এর উদাহরণটি দেখায় যে, অনেক সময় যখন আমাদের পরিকল্পনা কাজ করছে না বলে মনে হয় তখনও ঈশ্বর বিভিন্ন ঘটনা পরিস্থিতির মধ্যে আমাদের মঙ্গলের জন্য কাজ করে যান।